গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
আইসিটি শাখা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের সাথে রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের ২২, জানুয়ারী/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মাহবুব আহমেদ মহাপরিচালক
সভার তারিখ	২২/০১/২০১৮
সভার সময়	বিকাল ৩:০০ ঘটিকা
স্থান	সভা কক্ষ
উপস্থিতি	সদর দপ্তরের সকল কর্মকর্তা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভা আয়োজনের জন্য মহাপরিচালক, সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। উক্ত সভায় রংপুর বিভাগের উপপরিচালক ও জেলা বাজার কর্মকর্তা এবং সদর দপ্তরের শাখা প্রধান, সংশ্লিষ্ট শাখার সকল সহকারী পরিচালক ও আইসিটি শাখার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় রংপুর বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে চালসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর, যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়ন, ননট্যাক্স রেভিনিউ আদায়, আলুর মিস্টির ঘর তৈরী ও বিবিধ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং	**আলোচ্য বিষয়**	**আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়ন**

১.	বাজার দর পর্যালোচনা	রংপুর বিভাগীয় উপপরিচালক, জানান রংপুরে আমন ধান কর্তন শেষ হয়েছে। রংপুর বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন জেলায় আগাম বৃষ্টি ও শৈত্য প্রবাহের কারণে আলুসহ শাক-সবজির উৎপাদন ব্যহত হয়েছে। ফলে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও জানান চলতি মৌসুমে আলুসহ অন্যান্য শাক-সবজি কম হবে বলে মনে হচ্ছে কারণ গত বছর রংপুরে ৩৮ লক্ষ মেঃটন আলুর উৎপাদন হয়েছে এবং এ বছর ২.৬৫% উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি বছরে ৪৪২৩ হেক্টর কম জমিতে আলুর চাষ করা হয়েছে।	**সিদ্ধান্ত-১:** চালসহ পিঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচামরিচ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পাইকারী ও খুচরা বাজার দরের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করার লক্ষ্যে কমিটিকে সক্রিয়ভাবে বাজার মনিটরিং অব্যাহত রাখবে। **সিদ্ধান্ত-২:** ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের মত অন্যান্য বিভাগের সকল জেলায় চালকল মালিক সমিতির সভাপতি ও সেক্রেটারী, চাল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ও সেক্রেটারী, সদর বাজার কমিটির সদস্য ও জেলা বাজার কর্মকর্তা/বাজার অনুসন্ধানকারী সমন্বয়ে প্রত্যেক জেলায় বাজার মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি বাজার মনিটরিং পূর্বক প্রতি ১৫দিন পর পর বিভাগীয় উপপরিচালকের মাধ্যমে মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবে। নিত্য প্রয়োজনীয় কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি/সরবরাহ স্বল্পতা বা অন্য কোন সমস্যা বা অভিযোগ থাকলে তা নিরসণ কল্পে জেলা সমন্বয় ট্রাসফোর্স কমিটির সভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসককে সম্পৃক্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	উপপরিচালক ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল বিভাগ।
২.	যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়ন	রংপুর বিভাগীয় জেলাসমূহে যৌক্তিকমূল্য বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক। কৃষিপন্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যেযৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়নে আরও পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	**সিদ্ধান্ত-১:** পাইকারি ও খুচরা মূল্যের পার্থক্য যৌক্তিকপর্যায়ে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে রংপুর বিভাগের সকল জেলা সমূহে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। জেলা বাজার কর্মকর্তাগণ বাজার কমিটি, ব্যবসায়ী, ভোক্তা, অন্যান্য সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সময়ে সময়ে মত বিনিময় সভা করবেন এবং যোক্তিক মূল্য বাস্তবায়নে অধিকতর সচেষ্ট হবেন। **সিদ্ধান্ত- ২:** ব্যবসায়ী সংগঠনের সমন্বয়ে/আর্থিক সহায়তা যৌক্তিক মূল্য বাস্তাবয়ন এবং বাজারজাতকরণ, অধিদপ্তরের উন্নয়ন/সেবা সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্বলিত লিফলেট, পোষ্টার, ব্যানার বা পুস্তিকা তৈরী করে কৃষক/ব্যবসায়ী/ভোক্তাগণের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। উপপরিচালক রংপুর বিভাগ, ২। জেলা বাজার কর্মকর্তা/বাজার অনুসন্ধানকারী, রংপুর বিভাগ।

৩.	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়	ন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় প্রসংগে রংপুর বিভাগীয় উপপরিচালক জানান, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০.৫০ লক্ষ টাকা এবং এর বিপরীতে ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত ৩,৯৬,৭০০/-টাকা রেডিনিউ আদায় হয়েছে।	**সিদ্ধান্ত-১:** ননট্যাক্স রেভিনিউ আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পার্যায়ে আরও পদক্ষেপ গ্রহণ ও মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।	উপপরিচালক রংপুর বিভাগ
		ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত ২৬২টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। নতুন কোন বাজারকে প্রজ্ঞাপিত ঘোষণা করা হয়নি।	**সিদ্ধান্ত-২:** Warwhouse Ordinance, 1959 এর আওতায় কোন লাইসেন্স ইস্যূ করা হয়েছে কিনা খুঁজে বের করতে হবে এবং নির্ধারিত ছক মোতাবেক তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। গুদামের অনুকুলে লাইসেন্স ইস্যু করার জন্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
৪.	বিবিধ	আলুর মিষ্টি ঘর তৈরীর বিষয়ে উপপরিচালক, রংপুর জানান দিনাজপুর এবং ঠাকুরগাঁও জেলায় ২টি ঘর তৈরী ও আলুর রকমারি খাদ্য তৈরী ও বিক্রয়ের জন্য ২জন উদ্যোক্তাকে নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করা যায় তারা অচিরেই এ কার্যক্রম শুরু করবে। এ প্রসংগে মহাপরিচালক বলেন, মিষ্টি ছাড়াও আলু দ্বারা অনেক রকমের খাবার তৈরী ও বিক্রি করা হয়ে থাকে তাই এই দোকানের নাম আলু মিষ্টির ঘর এর পরিবর্তে আলুর বহুমুখী খাবার ঘর নাম দেয়া যেতে পারে।	**সিদ্ধান্ত-১:** আলুর মিষ্টির ঘর না বলে আলুর বহুমুখী খাবার ঘর নামে দিনাজপুর এবং ঠাকুরগাঁও এ ২টি ঘর এবং রংপুর বিভাগীয় অফিসের সামনে ১টি ঘর তৈরী করতে হবে। জেলায় আলুর বহুমুখী মুখরোচক খাদ্য সম্ভার তৈরী করতে হবে।	উপপরিচালক রংপুর বিভাগ
			সিদ্ধান্ত- ২: আলু উৎপাদিত এলাকায় আলুর বহুমুখী ব্যবহার বাড়াতে কৃষক ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	

		বিভাগীয় অফিসসমূহকে ই-ফাইলিং কার্যক্রমের আওতায় আনা এবং ই-ফাইলিং কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে মহাপরিচালক জানান, রংপুর বিভাগ বর্তমানে লাইভে আছে এবং এখন পর্যন্ত ই-ফাইলিং এ কোন দাপ্তরিক ফাইল নিষ্পত্তি করা হয় নাই। এ বিষয়ে উপপরিচালক জানান ফেব্রুয়ারী/১৮ থেকে অবশ্যই কার্যক্রম শুরু করা হবে। মহাপরিচালক জেলা কার্যালয় সমূহে ই-ফাইলিং চালু করার জন্য বিভাগীয় উপপরিচালক, রংপুরকে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, ই-ফাইলিং বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসকের অফিস এবং সদর দপ্তরের আইসিটি শাখার সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে। বৃহত্তর ২২টি জেলায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু প্রসংগে আইসিটি (এডমিন) সভাকে অবহিত করেন যে, ২২টির মধ্যে ১১টি জেলার সেটআপ ইতোমধ্যে এটুআই সম্পূর্ণ করেছে। আশা করা যায় বাকী ১১টি জেলার খুব শীঘ্রই শেষ হবে এবং কার্যক্রম শুরু করা যাবে।	**সিদ্ধান্ত-১:** ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।ফেব্রুয়ারী/১৮ থেকে আবশ্যিকভাবে বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর অফিসকে ই-ফাইলিং এ দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করতে হবে। বিভাগীয় অফিস সমূহকে লাইভে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইসিটি সেল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। **সিদ্ধান্ত-২:** বৃহত্তর ২২টি জেলায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে বিভাগীয় উপপরিচালকগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	১। উপপরিচালক রংপুর বিভাগ, ২। উপপরিচালক, সকল বিভাগ, ৩। আইসিটি সেল, সদর দপ্তর,
		Skype এর মাধ্যমে সকল বিভাগীয় ও জেলা অফিসের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সরঞ্জাম ক্রয় ও উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	**সিদ্ধান্ত-৩:** বিভাগীয় অফিসসমূহ ও জেলা অফিসের সাথে নিয়মিতভাবে Skype এর মাধ্যমে মতবিনিময় সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিভাগীয় ও জেলা অফিসসমূহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় ও Skype আইডি খুলে সদর দপ্তরকে অবহিত করবে।	১। উপপরিচালক সকল বিভাগ, ২। জেলা বাজার কর্মকর্তা/বাজার অনুসন্ধানকারী সকল বিভাগ, ৩। আইসিটি সেল, সদর দপ্তর,

			সিদ্ধান-৪: এখন থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর বিভাগীয় উপপরিচালকের সাথে জেলা বাজার কর্মকর্তা/বাজার অনুসন্ধানকারী (সকল) সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার দিন ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অংশগ্রহণ করবেন। জেলা কর্মকর্তাদের বিশেষ কোন সমস্যা, মতামত, পরামর্শ, অভিযোগ বা প্রস্তাব থাকলে মহাপরিচালক এর কাছে পেশ করবেন। উপপরিচালকগণ সমন্বয় সভার তারিখের পূর্বেই মহাপরিচালককে এ সভার বিষয়ে অবহিত করবেন।	
			সিদ্ধান্ত-৫: আগামী মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী/১৮ মাসে সিলেট বিভাগীয় অফিসের সাথে Skype এর মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্স সভা অনুষ্ঠিত হবে। আইসিটি সেল সভার আয়োজন করবে।	

মোঃ মাহবুব আহমেদ
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ১২.০২.০০০০.০১৭.০৬.০০৫.১৭.২১

তারিখ: ২২ মাঘ ১৪২৪
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল বিভাগীয় উপপরিচালক

২) সদর দপ্তরের সকল কর্মকর্তা

মোঃ আব্দুর রশিদ
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (আইসিটি) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)